THE CALCUTTA SANSKRIT SERIES

Edited by

HEMANTAKUMAR KAVYA-VYAKARANA-TARKATIRTHA

No. 26 **Vol. VI.**

VĀLMĪKI-RĀMĀYANAM

(BENGAL RECENSION)

YUDDHA-KĀNDAM

বাল্মীকীয়ং

(গৌড়ীয়-পাঠঃ)

লোকনাথ-চক্রবর্ত্তিকৃত-টীকয়া বঙ্গানুবাদ-পাঠান্তরাদিভিশ্চ সমলঙ্কৃতম্

যুদ্ধকাণ্ডম্

শ্রীহেমন্তকুমার কাব্য-ব্যাকরণ-তর্কতীর্থ-

ভট্টাচার্য্যেণ সংস্কৃতম্

METROPOLITAN PRINTING & PUBLISHING HOUSE, LTD.

11, Clive Row, Calcutta.

1941

পাঠসঙ্কলনার্থমুপাত্তয়োঃ পুস্তকয়োঃ পরিচয়ঃ

'ক'-পুস্তকম্ (মুদ্রিতম্) ইতালীবাস্তব্যেন 'গোরেসিয়ো'মহোদয়েন প্রকাশিতম্।

'ছ'-পুস্তকম্ (হস্তলিখিতম্) পঞ্চনদবিশ্ববিদ্যালয়তো লব্ধম্।

সংকেতাক্ষরাণাং পরিচয়

লো-টী—লোকনাথচক্রবর্ত্তিকৃতা মনোহরাখ্যা টীকা।

'ছ-টি' নিরুক্ত-ছ-পুস্তকস্থা টিপ্পনী।

নিবেদন

শ্রী৺ভগবানের অনুগ্রহে এতদিনে রামায়ণের যুদ্ধকাণ্ড প্রকাশিত হইল। এক্ষণে আশা করা যায়, আগামী এক বৎসরের মধ্যেই রামায়ণের মুদ্রণ-কার্য্য সমাপ্ত হইতে পারিবে।

এই রামায়ণের সম্পাদনায় বহুব্যক্তি বিভিন্ন কার্য্যে অংশ গ্রহণ করিয়া আসিয়াছেন। যখন যিনি প্রধান অংশের ভারপ্রাপ্ত হইয়াছেন, তখন সম্পাদক হিসাবে তাঁহার নাম মুদ্রিত হইয়াছে। শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত অমরেশ্বর ঠাকুর এম্-এ, পি-এচ-ডি মহাশয় কার্য্যভার পরিত্যাগ করিবার পর হইতে আমি এই কার্য্যে বিশেষরূপে সংশ্লিষ্ট আছি। শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রচন্দ্র বেদান্ততীর্থ এম্-এ মহাশয়ের সহিত প্রতিষ্ঠানের সম্পর্ক ছিন্ন হওয়ায় সম্প্রতি কয়েক খণ্ডে আমার নাম সংযোজিত করা হইয়াছে। আমার সহকর্ম্মী শ্রীযুক্ত রামধন কাব্য-স্মৃতিতীর্থ মহাশয় আমার সাহায্যার্থে নিযুক্ত আছেন। সাধ্যমত চেষ্টার ক্রটী না করিলেও যোগ্যতার অভাবে এবং নানা কারণে সম্পাদকের কর্ত্তব্য সুচারুরূপে প্রতিপালন করা আমার পক্ষে সম্ভব হইতেছে না। সত্বর মুদ্রণ-পরিসমাপ্তির জন্য গ্রাহকবর্গের ব্যস্ততাও ইহার অন্যতম কারণ।

নানা ব্যক্তির হস্তক্ষেপের ফলে এবং অনবধানতার ফলে এই বৃহৎ গ্রন্থের স্থানে স্থানে হয় ত' এরূপ ক্রটী-বিচ্যুতি পরিলক্ষিত হইবে, যাহাতে পাঠকগণ সম্পাদককে "মহামূর্খ" ভাবিতে বাধ্য হইবেন। সেই সমস্ত ক্রটী-বিচ্যুতির জন্য বর্ত্তমানে সম্পাদক হিসাবে আমি পাঠকবর্গের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতে বাধ্য। 'অনবধানতাপ্রসূত ভুলভ্রান্তি বৃহৎ গ্রন্থে অস্বাভাবিক নহে' এই বুদ্ধিতে যদি তাঁহারা আমার প্রার্থনা পূরণ করেন, তাহা হইলে আমি কৃতার্থ হইব।

অনুবাদের কয়েকটী মোটা ভুল সূচীর মধ্যে সংশোধন করিয়া দিয়াছি। আরও নানারকমের ক্রটী-বিচ্যুতি অভিনিবিষ্ট পাঠকের নজরে পড়িবে। সেগুলির অধিকাংশই প্রধানতঃ অন্যদীয় অনবধানের ফল হইলেও আমার পক্ষে লজ্জার বিষয়, কারণ, সেগুলি আমারও অনবধানতার অনুমাপক। তথাপি যথার্থদর্শী পাঠকের নিকট সেগুলি আমার কার্য্যের পরিমাণ নির্দ্দেশ করিবে—এই ভাবিয়াই

আমি আপাততঃ সন্তুষ্ট। আমার চেষ্টায় এই জাতীয় সহস্র ত্রুটীর সংস্কার সাধিত হইয়া এই গ্রন্থের বর্ত্তমান রূপ সম্পাদিত হইয়াছে।

এই সংস্করণের প্রধান বৈশিষ্ট্য হইতেছে—গৌড়ীয় পাঠ এবং লোকনাথ চক্রবর্ত্তীর টীকা। একখানি মাত্র হস্তলিখিত আদর্শ-পুস্তকের সাহায্যে এই টীকার সংস্কার করা হইতেছে। সেই পুঁথিখানিকে 'ভুলের পাহাড়' বলা যাইতে পারে। লেখকের লেখায় প্রায়ই আকার (া) একার (ে), উকার (ু) ঋকার (ৃ), 'ন' 'ল', য-ফলা, ব-ফলা ইত্যাদি এবং সংযুক্ত ও অসংযুক্ত বহু বর্ণের কোন প্রভেদ নাই। অক্ষর ফেলিয়া যাইতে এবং বর্ণবিপর্য্যয় ও বর্ণবিন্যাস-বিপর্য্যয় ঘটাইতেও লেখক সিদ্ধহস্ত। কোথাও সংখ্যা দ্বারা একটী শ্লোক নির্দ্দেশ করিয়া সেই শ্লোকের ব্যাখ্যা সমাপ্ত না হইতেই পুনরায় সংখ্যাদ্বারা একবার বা একাধিকবার অপর শ্লোকের ব্যাখ্যারম্ভ সূচিত হইয়াছে, আবার কোথাও একটী শ্লোকের নাম্বার দিয়া যে ব্যাখ্যা লিখিত হইয়াছে তাহা হয় ত পরবর্ত্তী ৩।৪টী শ্লোকে অথবা ২০।২৫টী শ্লোকের মধ্যে ৩।৪টী শ্লোকে বিভক্ত হইবে। এক কথায় Manuscript-এর ভুল বা লিপিকরপ্রমাদ যে কত রকমের হইতে পারে সে সম্পর্কে যদি কেহ চূড়ান্ত অভিজ্ঞতা লাভ করিতে ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে এই পুঁথিখানির কয়েক পাতা দেখিলেই যথেষ্ট হইবে।

এই পুঁথি হইতে আদর্শান্তরের সাহায্য ব্যতিরেকে টীকাকারের সন্দর্ভগুলির উদ্ধার এবং তাহার মুদ্রণোপযোগী সংস্কার সাধন করা যে কতখানি দুরূহ ও সময়-সাধ্য, তাহা চিন্তা করিলে বিলম্বের জন্য এবং ভুলভ্রান্তির জন্য পাঠকগণ অবশ্যই ক্ষমা করিবেন—ইহা আশা করিতে পারি। ইতি—

ফেব্রুয়ারী, ১৯৪১। **শ্রীহেমন্তকুমার ভট্টাচার্য্য**

যুদ্ধকাণ্ড-সূচী

(১) প্রথম সর্গ (৪২৬১-৪২৭০ পৃঃ)

"চারবিধি"

সমুদ্রোপরি সেতু নির্ম্মাণের কথা শুনিয়া রাবণের বিস্ময় এবং বানরসৈন্য গণনার্থে গুপ্তচররূপে শুক ও সারণ নামক মন্ত্রিদ্বয়ের নিয়োগ। বিভীষণকর্তৃক বানররূপধারী শুক ও সারণের অবরোধ এবং রামানুগ্রহে মুক্তিলাভ পূর্ব্বক লঙ্কায় আগমন।

(২) দ্বিতীয় সর্গ (৪২৭১-৪২৮১ পৃঃ)

"বানরানীক দর্শন"

শুক-সারণের নিকট রাবণের আস্ফালন এবং বানরসৈন্য দর্শনার্থে প্রাসাদশিখরে আরোহণ। রাবণের আদেশে সারণকর্তৃক প্রধান প্রধান বানরগণের সবিশেষ পরিচয় বর্ণনা। তৎশ্রবণে ও বানরসৈন্য সন্দর্শনে রাবণের বিষাদ।

(৩) তৃতীয় সর্গ (৪২৮২-৪২৯২ পৃঃ)

"সারণবাক্য"

সারণকর্তৃক রামচন্দ্রের কার্য্যসাধনার্থে জীবন ত্যাগে কৃতসংকল্প আরও কতিপয় পরাক্রান্ত বানরদলপতির বিস্তারিত পরিচয় প্রদান।

(৪) চতুর্থ সর্গ (৪২৯৩-৪৩০৫ পৃঃ)

"বলসংখ্যান"

সারণের বাক্যাবসানে শুককর্তৃক মৈন্দ, দ্বিবিদ, সুমুখ, দুর্ম্মুখ, হনুমান্, রাম, লক্ষ্মণ, বিভীষণ ও সুগ্রীবের পরিচয়দানপ্রসঙ্গে হনুমানের বাল্যপরাক্রম এবং বালী ও সুগ্রীবের জন্মবৃত্তান্ত বর্ণনা ও বানরগণের সংখ্যা নির্দ্দেশ।

(৫) পঞ্চম সর্গ (৪৩০৬-৪৩১১ পৃঃ)

"চারবিধি"

রাবণকর্তৃক শুক-সারণের তিরস্কার এবং রামের কার্য্যকলাপ সম্পূর্ণরূপে অবগত হইবার জন্য 'শার্দ্দূল' প্রভৃতি অপর কয়েকজন চর নিয়োগ। সেই চরগণের গোপনে সুবেল পর্ব্বতের নিকটে গমন এবং বিভীষণ ও বানরগণের হস্তে লাঞ্ছিত হইয়া প্রত্যাবর্ত্তন।

(৬) ষষ্ঠ সর্গ (৪৩১২-৪৩১৮ পৃঃ)

"শার্দ্দূলবাক্য"

রাবণের নিকট শার্দ্দূলকর্তৃক নিজলাঞ্ছনার বর্ণনা এবং কয়েকটী বানরের পরিচয় প্রদান।

(৭) সপ্তম সর্গ (৪৩১৯-৪৩২৮ পৃঃ)

"মায়াশিরোদর্শন"

মায়া-নির্ম্মিত রামের মস্তক ও ধনুক লইয়া সীতার নিকট রাবণের গমন এবং "রাম নিহত হইয়াছে" বলিয়া তাঁহাকে নিজের প্রতি আকৃষ্ট করিবার চেষ্টা।

(৮) অষ্টম সর্গ (৪৩২৯-৪৩৩৮ পৃঃ)

"সীতাবিলাপ"

ছিন্ন মস্তক ও ধনুক দেখিয়া সীতার বিলাপ এবং রাবণের নিকট স্বামীর সহিত সহমরণের অভিপ্রায় প্রকাশ। এই সময়ে সৈন্যাধ্যক্ষের আগমনে উদ্‌ভ্রান্তভাবে রাবণের প্রস্থান।

(৯) নবম সর্গ (৪৩৩৯-৪৩৪৭ পৃঃ)

"সরমাবাক্য"

রাবণের মায়ার কথা উল্লেখ করিয়া চরমুখে অবগত প্রকৃত সংবাদ জ্ঞাপনপূর্ব্বক সরমার সীতাকে সান্ত্বনা প্রদান।

(১০) দশম সর্গ (৪৩৪৮-৪৩৫৬ পৃঃ)

"সীতাশ্বাসন"

সরমার বাক্যে সীতার আশ্বাস লাভ। সীতার অনুরোধে সরমার অন্তরাল হইতে রাবণ ও মন্ত্রিবর্গের পরামর্শ শ্রবণ এবং সীতার নিকট তাহার বর্ণনা। বানরসৈন্যগণের ভেরী ও শঙ্খ-নিনাদে রাক্ষসগণের বিষাদ।

(১১) একাদশ সর্গ (৪৩৫৭-৪৩৬৭ পৃঃ)

"মাল্যবদ্বাক্য"

রাবণের যুদ্ধাদেশ শ্রবণে মাল্যবান্‌কর্ত্তৃক যুদ্ধবিরতির উপদেশ দান এবং বহু অশুভ নিমিত্ত দর্শনের উল্লেখ।

(১২) দ্বাদশ সর্গ (৪৩৬৮-৪৩৭২ পৃঃ)

"পুরবিধান"

মাল্যবানের কথায় রাবণের ক্রোধ এবং তৎকর্ত্তৃক রামের নিন্দা। মন্ত্রিগণের সহিত পরামর্শপূর্ব্বক চতুর্দ্বারে রক্ষী নিয়োগ করিয়া লঙ্কানগরী সুরক্ষিত করিবার ব্যবস্থা।

(১৩) ত্রয়োদশ সর্গ (৪৩৭৩-৪৩৮০ পৃঃ)

"চারপ্রবেশ"

সুগ্রীব প্রভৃতির সহিত রামচন্দ্রের মন্ত্রণা, বিভীষণের মুখে কয়েকটী বানরের পক্ষীরূপে লঙ্কায় প্রবেশপূর্ব্বক লঙ্কানগরীর রক্ষণব্যবস্থা-পরিদর্শনের কথা। রামকর্ত্তৃক লঙ্কা আক্রমণের ব্যবস্থা নির্দ্দেশ।

(২১) একবিংশ সর্গ (৪৪৬১-৪৪৭১ পৃঃ)

"শরবন্ধ-নিবেদন"

রাম-লক্ষ্মণের তদবস্থা দর্শনে সুগ্রীব প্রভৃতির বিষাদ, মায়ার সাহায্যে বিভীষণের অন্তর্হিত ইন্দ্রজিতকে দর্শন এবং ভীত সুগ্রীব প্রভৃতিকে সান্ত্বনাদান। ইন্দ্রজিতের সদর্পে পুরীমধ্যে প্রবেশ এবং রাম-লক্ষ্মণের নিধন সংবাদ প্রদান, তৎশ্রবণে রাবণের আনন্দ।

(২২) দ্বাবিংশ সর্গ (৪৪৭২-৪৪৭৭ পৃঃ)

"রাম-লক্ষ্মণ দর্শন"

প্রধান বানরগণের ব্যূহ রচনাপূর্ব্বক রাম-লক্ষ্মণকে রক্ষা। রাবণকর্ত্তৃক পুরীমধ্যে রাম-লক্ষ্মণের নিধনসংবাদ প্রচার। রাবণের আদেশে ত্রিজটার সীতার নিকট এই সংবাদ জ্ঞাপন এবং সীতাকে পুষ্পকরথে লইয়া রাম-লক্ষ্মণের অবস্থা প্রদর্শন।

(২৩) ত্রয়োবিংশ সর্গ (৪৪৭৮-৪৪৮৮ পৃঃ)

"সীতাবিলাপ"

স্বকীয় বৈধব্যলক্ষণ অন্বেষণ ও সৌভাগ্যলক্ষণের নিষ্ফলতার উল্লেখপূর্ব্বক সীতার বিলাপ। 'রাম-লক্ষ্মণের শরীরে মরণের চিহ্ন নাই' ইত্যাদি বলিয়া ত্রিজটার সীতাকে আশ্বাস দান।

(২৪) চতুর্ব্বিংশ সর্গ (৪৪৮৯-৪৪৯৮ পৃঃ)

"রামবিলাপ"

দীর্ঘকাল পরে রামচন্দ্রের সংজ্ঞালাভ এবং লক্ষ্মণের জন্য বিলাপ। তৎশ্রবণে বানরগণের অশ্রুমোচন।

(২৫) পঞ্চবিংশ সর্গ (৪৪৯৯-৪৫০৭ পৃঃ)

"সুগ্রীবগর্জ্জন"

রাম-লক্ষ্মণের অবস্থা দর্শনে বিভীষণের বিলাপ এবং সুগ্রীবের তাহাকে সান্ত্বনা দান। সুগ্রীবের ক্রোধ এবং সুষেণের প্রতি রাম-লক্ষ্মণ সহ সমস্ত সৈন্যকে কিষ্কিন্ধ্যায় লইয়া যাইবার আদেশ দানপূর্ব্বক একমাত্র হনুমানের সাহায্যে রাবণবংশ ধ্বংস করিবার প্রতিজ্ঞা। তৎশ্রবণে বানরগণের উৎসাহবৃদ্ধি।

[এই সর্গের ১২নং অনুবাদে "বিভীষণকর্ত্তৃক" স্থলে "সুগ্রীবকর্ত্তৃক" হইবে।]

(২৬) ষড়্‌বিংশ সর্গ (৪৫০৮-৪৫১৮ পৃঃ)

"শরবন্ধমোক্ষণ"

সুষেণের বিশল্যকরণী আনয়নের পরামর্শদান। ইত্যবসরে বায়ুকর্ত্তৃক রামচন্দ্রের কর্ণে গরুড়কে স্মরণ করিবার উপদেশ দান এবং রামের স্মরণমাত্রেই তৎক্ষণাৎ গরুড়ের আবির্ভাবে সর্পরূপে পরিণত শরসমূহের অন্তর্দ্ধান। গরুড়ের হস্তস্পর্শে রাম-লক্ষ্মণের ক্ষত ও বেদনার সম্পূর্ণ উপশম। বানরগণের উল্লাস ও ভেরী এবং শঙ্খধ্বনিসহকারে গর্জ্জন।

(২৭) সপ্তবিংশ সর্গ (৪৫১৯-৪৫২৬ পৃঃ)

"ধূম্রাক্ষ-নির্যাণ"

বানরগণের উল্লাসধ্বনি শ্রবণে রাবণের মন্ত্রিবর্গের উদ্বেগ, রাবণের আদেশে কয়েকজন রাক্ষসের প্রাচীরোপরি আরোহণপূর্ব্বক নিরীক্ষণ এবং রাম-লক্ষ্মণের বন্ধনমুক্তি সন্দর্শন। তাহা শুনিয়া রাবণের আশঙ্কা। রাবণের আদেশে ধূম্রাক্ষের যুদ্ধযাত্রা।

(২৮) অষ্টাবিংশ সর্গ (৪৫২৭-৪৫৩৬ পৃঃ)

"ধূম্রাক্ষবধ"

রাক্ষস ও বানরগণের যুদ্ধের বিবরণ, ভীষণ যুদ্ধে হনুমানের হস্তে ধূম্রাক্ষের নিধন।

(২৯) উনত্রিংশ সর্গ (৪৫৩৭-৪৫৪৪ পৃঃ)

"অকম্পননির্যাণ"

ধূম্রাক্ষের নিধনসংবাদ শ্রবণে রাবণের অকম্পনকে সেনাপতি নিয়োগ, অনেক দুর্লক্ষণ উপেক্ষা করিয়া বহু রাক্ষস সমভিব্যাহারে অকম্পনের যুদ্ধযাত্রা। রাক্ষসবাহিনীর পুরোভাগে বানরগণের সাফল্যের সহিত আক্রমণ।

(৩০) ত্রিংশ সর্গ (৪৫৪৫-৪৫৫৩ পৃঃ)

"অকম্পনবধ"

অকম্পনের আস্ফালন এবং হনুমানের সহিত তাহার যুদ্ধের বিবরণ ; ভীষণ যুদ্ধে হনুমানের হস্তে অকম্পনের পতন। ভয়ে রাক্ষসগণের পলায়ন, বানরগণের এবং রাম, লক্ষ্মণ ও সুগ্রীব প্রভৃতির নিকট হনুমানের সম্মান লাভ।

ত্রিংশ (ক) সর্গ (৪৫৫৪-৪৫৬১ পৃঃ)

"বজ্রদংষ্ট্র-নির্যাণ"

অকম্পনের নিধনসংবাদে রাবণের ভয় ও চিন্তা, বজ্রদংষ্ট্রকে যুদ্ধে যাইতে আদেশ, রাবণের নিকট রাম ও লক্ষ্মণকে বধ করিবার প্রতিজ্ঞা করিয়া বজ্রদংষ্ট্রের যুদ্ধযাত্রা এবং সৈন্যগণের নিকট আস্ফালন।

ত্রিংশ (খ) সর্গ (৪৫৬২-৪৫৬৮ পৃঃ)

"বজ্রদংষ্ট্রবধ"

বজ্রদংষ্ট্রের যুদ্ধের বিবরণ। বহু বানর-নিধন, সুগ্রীবের সহিত যুদ্ধ এবং সুগ্রীবের হস্তে তাহার মৃত্যু। রাক্ষসগণের পলায়ন।

(৩১) একত্রিংশ সর্গ (৪৫৬৯-৪৫৮০ পৃঃ)

"প্রহস্ত-নির্যাণ"

রাবণের ক্রোধ এবং মন্ত্রিবৃন্দের সহিত নির্গত হইয়া স্বীয় সৈন্যের সমস্ত ঘাঁটি পরিদর্শন ; তার পর প্রহস্তের প্রতি যুদ্ধযাত্রার আদেশ। অগ্নিতে আহুতি প্রদান এবং ব্রাহ্মণদিগকে প্রণাম

ইত্যাদি বহু মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানান্তে মন্ত্রপূত মাল্যধারী রাক্ষসবৃন্দে পরিবৃত হইয়া প্রহস্তের যুদ্ধযাত্রা এবং শিবাধ্বনি ও উল্কাপাত প্রভৃতি অশুভ লক্ষণ দর্শনে স্বীয় বল-বিক্রমের ঘোষণা।

[এই সর্গের ৩৬নং শ্লোকের অনুবাদে অনবধানতাবশে কিয়দংশ পরিত্যক্ত হইয়া মারাত্মক ভুলের সৃষ্টি হইয়াছে। সমগ্র অনুবাদটী এইরূপ হইবে—

"উহার ধ্বজাগ্রে দক্ষিণমুখে শকুনি উপবেশন করিল; [চারিদিকে] ভীষণ শৃগালসমূহ অগ্নিশিখা উদ্‌গিরণ করিতে করিতে চীৎকার করিতে লাগিল।"]

(৩২) দ্বাত্রিংশ সর্গ (৪৫৮১-৪৫৯১ পৃঃ)

"প্রহস্তবধ"

যুদ্ধে বহু রাক্ষস ও বানরের প্রাণহানি। বানরসেনাপতি 'নীলে'র সহিত প্রহস্তের যুদ্ধ। প্রহস্তের মৃত্যু ও রাক্ষসগণের পলায়ন।

(৩৩) ত্রয়স্ত্রিংশ সর্গ (৪৫৯২-৪৬০২ পৃঃ)

"মন্দোদরীবাক্য"

প্রহস্তের নিধন-সংবাদ শ্রবণে রাবণের স্বয়ং যুদ্ধযাত্রার উদ্যম। মন্দোদরীকর্তৃক সীতাকে প্রত্যর্পণপূর্ব্বক যুদ্ধবিরতির উপদেশ দান।

[এই সর্গের ১২নং শ্লোকের অনুবাদ এইরূপ হইবে—

"অতিকায় ছত্র ধারণ করিয়া রাবণের পুরোভাগে অবস্থান করিতেছিল এবং সুন্দরী রমণী-গণ সুশোভিত চামর ব্যজন করিতেছিল।"]

(৩৪) চতুস্ত্রিংশ সর্গ (৪৬০৩-৪৬০৮ পৃঃ)

"রাবণবাক্য"

মন্দোদরীর বাক্যে রাবণের অসম্মতি এবং স্বীয় পূর্ব্ব-পরাক্রম কীর্ত্তনপূর্ব্বক যুদ্ধে জয়লাভের সম্ভাবনা কথন।

(৩৫) পঞ্চত্রিংশ সর্গ (৪৬০৯-৪৬১৬ পৃঃ)

"রাবণ-সৈন্যদর্শন"

রাবণের যুদ্ধযাত্রা ও বানরসৈন্য সন্দর্শন, রামের রাক্ষসসৈন্য সন্দর্শন এবং বিভীষণকর্তৃক রামের নিকট প্রধান প্রধান রাক্ষসগণের ও রাবণের পরিচয় প্রদান।

(৩৬) ষট্‌ত্রিংশ সর্গ (৪৬১৭-৪৬৩৪ পৃঃ)

"রাবণের পলায়ন"

রাবণের সহিত সুগ্রীব, নীল ও হনুমানের যুদ্ধ। রাবণের শক্তিপ্রহারে লক্ষ্মণের মূর্চ্ছা। রামের সহিত রাবণের যুদ্ধ; অশ্ব ও সারথি নিহত এবং কিরীট ও ধনুক কর্ত্তিত হওয়ায় যুদ্ধক্ষেত্র পরিত্যাগ করিয়া রাবণের পুরমধ্যে প্রবেশ।

(৩৭) সপ্তত্রিংশ সর্গ (৪৬৪৫-৪৬৬৭ পৃঃ)

"কুম্ভকর্ণ-প্রবোধ"

যুদ্ধে পরাজিত হইয়া রাবণের ক্ষোভ এবং অনুতাপ। রাবণের আদেশে বহু রাক্ষসের কুম্ভকর্ণকে জাগরিত করিবার চেষ্টা। হাজার হাজার রাক্ষসের কুম্ভকর্ণের গাত্রোপরি আরোহণ, গদা, মুষল, বৃক্ষ ও চপেটাদি দ্বারা প্রহার এবং যুগপৎ সহস্র ভেরীনিনাদ। কুম্ভকর্ণের গাত্রে সহস্র হস্তীর ভ্রমণ। পরিশেষে সুন্দরী রমণীদের গাত্রসংস্পর্শে কুম্ভকর্ণের নিদ্রাভঙ্গ। স্নান ও পানাহার সমাপনান্তে রাক্ষসগণের নিকট সমস্ত বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া রাম-লক্ষ্মণ ও সমস্ত বানরসৈন্ত বধ করিতে কুম্ভকর্ণের প্রতিজ্ঞা।

[এই সর্গের ১৯শ শ্লোকের টীকার শেষের 'সংগ্রামভয়ে' কথাটী "সংভ্রমে ভয়ে" এইরূপ হইয়া পরের লাইনে 'সাহায্য' শব্দের পূর্ব্বে বসিবে।]

(৩৮) অষ্টাত্রিংশ সর্গ (৪৬৬৮-৪৬৭৬ পৃঃ)

"কুম্ভকর্ণ দর্শন"

কুম্ভকর্ণকে দেখিয়া রামচন্দ্রের বিস্ময়। বিভীষণকর্ত্তৃক কুম্ভকর্ণের পরিচয়দান-প্রসঙ্গে তদীয় শক্তির বর্ণনা, জন্মকালীন বৃত্তান্ত কথন এবং ভয়ার্ত্ত বানরগণের মধ্যে উহাকে একটী যন্ত্র বলিয়া প্রচার করিবার উপদেশ।

(৩৯) ঊনচত্বারিংশ সর্গ (৪৬৭৭-৪৬৮৪ পৃঃ)

"কুম্ভকর্ণ-সমাদেশ"

রাবণের নিকট কুম্ভকর্ণের উপস্থিতি, কুম্ভকর্ণের নিকট রাবণের আদ্যোপান্ত যুদ্ধবৃত্তান্ত বর্ণনা এবং তাহার প্রতি যুদ্ধযাত্রার আদেশ।

(৪০) চত্বারিংশ সর্গ (৪৬৮৫-৪৬৯৮ পৃঃ)

"কুম্ভকর্ণপুরাবৃত্তকথন"

রাবণের কাতরতা দর্শনে কুম্ভকর্ণের উক্তি। পূর্ব্বে মন্ত্রণাকালে অভিজ্ঞ মন্ত্রিবর্গের পরামর্শ অগ্রাহ্য করার জন্য রাবণের নিন্দা। নারদের মুখে শ্রুত নারায়ণের রামরূপে জন্মবৃত্তান্ত বর্ণন-পূর্ব্বক তাঁহার সহিত সন্ধিস্থাপনের উপদেশ দান।

(৪১) একচত্বারিংশ সর্গ (৪৬৯৯-৪৭০৪ পৃঃ)

"রাবণবাক্য"

কুম্ভকর্ণের বাক্যে রাবণের ক্রোধ, বিষ্ণুর প্রতি অবজ্ঞাসূচক বক্রোক্তি এবং কুম্ভকর্ণকে পরিহাসপূর্ব্বক আত্মরক্ষার্থে শয্যার আশ্রয় লইতে উপদেশ দান।